শিশু-কিশোর সিরিজ
আশরায়ে মুবাশশারা-২

ওহীর সংবাদ ওরা জান্নাতী

হযরত উমর রাযি.

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

শিশু-কিশোর সিরিজ
আশরায়ে মুবাশশারা-২

ওহীর সংবাদ ওরা জান্নাতী

হযরত উমর রাযি.

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

হযরত উমর রাযি.

রচনা ■ ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
প্রথম প্রকাশ ■ ডিসেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ ও ইনার ■ মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ ■ শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক ■ রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক ■ www.niyamahshop.com/rahnuma
যোগাযোগ : ০১৭৫৮-৭১৫৪৯২
মূল্য : ২৯০.০০ (দুইশ নব্বই টাকা মাত্র)

HAZRAR UMAR RD.
Written by. Yahya Usuf Nadwi
Market & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price: Tk 290.00, US $ 05.00 only.

ISBN: 978-984-93222-6-9
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

শুরুর কথা

মনে করো, ঘোষণা করা হলো—অমুক দ্বীপে যে যাবে তার জীবনের সকল দুঃখ মুছে যাবে, তার জীবনে সুখের সূর্য উঠবে।
তার মনে স্বস্তি ও শান্তিতে ভরে যাবে।
তাহলে বলো তো কে-না ছুটে যাবে সেই দ্বীপে?
কে-না তার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবে?

বন্ধু,
সে মানুষ কতো সৌভাগ্যবান, যাকে দুনিয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে,
তুমি যাবে জান্নাতে, জাহান্নাম তোমার জন্যে হারাম!
জান্নাত তোমার চিরঠিকানা, চিরসুখের আবাস!
তাঁর সৌভাগ্য নিয়ে একটু ভেবে দেখেছো?
তাঁর সৌভাগ্যের কি কোনো সীমা আছে?
তাঁর সুখের কি কোনো শেষ আছে?
তাঁর আনন্দের কি কোনো শেষ আছে?

বন্ধু,
এমন কিছু সাহাবী আছেন, যাঁদেরকে প্রিয় নবী দিয়ে গেছেন জান্নাতের সুসংবাদ! হ্যাঁ, প্রিয় নবীজীর মুখ থেকে এই দুনিয়াতে বসেই তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন!
আহা, দুনিয়ায় বসে যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ পায়, তাঁদের আনন্দ, তাঁদের খুশি, তাঁদের সৌভাগ্য—আছে কি তার জুড়ি? নেই নেই নেই!
এখন এমন কিছু সাহাবীর কথাই আমরা তোমাকে বলবো।
তাঁদের সৌভাগ্যের কথা বলবো।

তাঁদের আনন্দের কথা বলবো।
তাঁদের সুখের কথা বলবো।
তাঁদের বর্ণাঢ্য জীবনের কথা বলবো।
তাঁদের উচ্ছল জীবনের কথা বলবো।
তাঁদের ত্যাগময় .. সাধনাময় জীবনের কথা বলবো।
নবীজীর সান্নিধ্য-পরশে তাঁদের সোনা হয়ে ওঠার কথা বলবো!

কিন্তু জানতে তো ইচ্ছে করে, কী সেই আমল, যা তাঁদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে গেছে?
প্রিয় নবীজীর মুখে যাঁদের জন্যে সুসংবাদ ঝরে ঝরে পড়েছে—
আকাশ থেকে ঝরা বৃষ্টির মতো?
গাছ থেকে ঝরা ফুলপাপড়ির মতো?
এসো, আমরা তাঁদের জানি। তাঁদের জীবনেতিহাসকে পড়ি।
তাঁদের মতো হতে চেষ্টা করি।
যাঁরা শ্রেষ্ঠ।
যাঁরা সুন্দর।
যাঁরা চিরস্বর্গবাসী।
হ্যাঁ, তাঁরাই আমাদের আশারায়ে মুবাশশারাহ!
তাঁদেরকে নিয়েই গাঁথবো এখন মালা! এর নাম দিয়েছি—

শিশু-কিশোর সিরিজ
ওহী'র সংবাদ : ওরা জান্নাতী

হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো!

-ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

সূচিপত্র

এমনই ছিলেন উমর—০৯
প্রিয় উমর—১১
আঁধার রাতের বিশ্বস্ত প্রহরী—১৩
আঁধারে অজানাকে জানা—১৫
শুরুটা কিন্তু এমন...—১৬
ক্ষুব্ধ উমরের সকাল-বিকাল—১৭
ক্ষোভ থেকে জন্ম নেবেন আসল উমর—১৯
রক্তের ভেতরেই হাসবে আলো—২০
ত্বোয়াহা...—২৩
তারপর সূর্য উঠলো—২৪
দারুন নাদওয়া থেকে দারুল আরকাম—২৬
কাবায় চলো—২৭
আলোর মিছিল—২৮
হিজরতের চিন্তা—২৯
প্রকাশ্য হিজরতের দ্যোতনা—৩১
না, বিষয়টা এমন না—৩২
মদীনার মিষ্টি আলো-বাতাসে—৩৬
নববী পরশ—৩৭
বাতিলের সামনে এ মাথা ঝুঁকবে না—৩৮
অমন করেই তিনি ভালোবাসতেন নবীজীকে—৪০
সেদিন এ ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছিলো—৪৩
অপূর্ব নবীপ্রেম—৪৪
উমরের জন্যে নবীজীর উপহার!—৪৫
আল্লাহ যখন উমরের পাশে—৪৭
আপনাদের চোখে পানি!—৫০
আল্লাহ্‌র কসম তুমি মিথ্যা বলেছো—৫২
বিরহের ঢেউ—৫৫
আবু বকর খলীফা হলেন—৫৭
আবু বকরের পাশে—৫৮
এখন কে হবেন কান্ডারী—৫৯
উমর, উমর, উমর—৬০
প্রথম ভাষণের ঝলক—৬২
জুলুম দূর হ'—৬৫

আমীর তুমি কে?—৬৭
প্রজাই রাজা—৬৯
এইসব রাত্রি—৭০
আসলামের সাথে—৭২
যে চোখ ঘুমোয় না—৭৪
কে আমাকে ঠিক করবে?—৭৫
উমরের নম্রতা, উমরের ন্যায়পরায়ণতা—৭৭
শেষ হবে না কথা—৭৯
খলীফার খোঁজে—৮৩
হযরত উমর রাযি. ও বাইতুল মাকদিস—৮৬
ওই আমাদের ফিলিস্তিন—৮৮
ইত্তাকু ফেরাসাতাল মুমিন—৯১
চেতনার কোনো মৃত্যু নেই—৯৩
আপনিই আসুন-না—৯৪
মরু সফরের মহিমা—৯৫
গোলাম তুমি, তাই বলে কি মানুষ নও—৯৬
ওই যে যায়তুন পল্লী—৯৭
আরেক উমরের বিরল মহিমা—৯৮
ইসলামই সম্মান—৯৯
মহান উমরের এ কী ঝলক—১০১
আপনিই হকদার—১০২
চোখের পানি মুছে ফেলো—১০৪
সবই আল্লাহর ইচ্ছে—১০৫
সাফ সাফ কথা—১০৬
আল-আকসার খোঁজে—১০৭
এখানে ইহুদিতের ঠাঁই নেই—১০৮
জানতে চাই হে উমর—১০৯
উমর কীর্তগাথা—১১০
প্রিয় উমরের মন খারাপ—১১১
কান্না ভেজা শেষ ভাষণ—১১২
রক্তকালির কাহিনি—১১৪
উমর ও জীবনের শেষ উষা—১১৫
কে ও—১১৭
আরেক উমরের শেষের প্রহর—১১৮
দুধ আনো...—১১৯
ছলো ছলো চোখে বলো বিদায়—১২০

এক.

এমনই ছিলেন উমর

হযরত উমর কোথাও যাচ্ছিলেন। অদূরেই একদল বালক হইচই করে খেজুড় কুড়োচ্ছিলো। হযরত উমরকে এদিকে আসতে দেখেই যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। কিন্তু ওদেরই সঙ্গী আরেক বালক ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো এবং কিছুক্ষণ সঙ্গীদের পালিয়ে যাওয়া দেখে আপন মনে খেজুর কুড়োতে লাগলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর রাযি. বিষয়টা লক্ষ করলেন। ধীরে ধীরে তিনি নির্ভীক সাহসী বালকটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে ঝিলমিল করছিলো এক টুকরো মৃদু হাসি। বালকটি কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো। অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো,

—আমীরুল মু'মিনীন, আমি বাতাসের ঝাপটায় পড়ে যাওয়া খেজুর কুড়োচ্ছি!

বালকের চোখে ভয় ছিলো কি? থাকলেও সাহস ছিলো অনেক বেশি!

বালকের কথা ও কণ্ঠে কী ছিলো তাহলে? খেজুর কুড়োনোর কারণ ও যুক্তি? হয়তো! কিন্তু সাহসের ব্যঞ্জনা ছিলো অনেক বেশি! আমীরুল মু'মিনীন ছেলেটির কথা বিশ্বাস করলেন। তবু আরও নিশ্চিত হতে বললেন,

—দেখি তো তোমার খেজুরগুলো!

বালকটি দ্রুত খেজুরগুলো বের করে দেখালো। সত্যি তো, এগুলো সব বাতাসে পড়ে-যাওয়া কাঁচা খেজুর! আমীরুল মু'মিনীন আশ্বস্ত হয়ে বালকটির দিকে হাসিভরা মুখে তাকিয়ে বললেন,

—তুমি ঠিকই বলেছো! এগুলো সব পড়ে-যাওয়া কাঁচা খেজুরই তো দেখছি!

আমীরুল মু'মিনীনের সমর্থন লাভ করে বালকটিও আনন্দিত হলো। চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো,

—আমীরুল মু'মিনীন, ওই-যে ওরা দূরে দাঁড়িয়ে আছে! আপনাকে দেখে পালিয়েছে! আপনি চলে গেলেই ওরা এসে আমার কুড়োনো সব খেজুর নিয়ে যাবে!

হযরত উমর একটু আগে বালকটির সাহসিকতা দেখে এবং এখন তার সরল অভিব্যক্তি শুনে আবার মুগ্ধ হলেন। আদর করে ওর কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর মমতাভরে ওকে বাড়ির দরোজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। এরপর নিজের কাজে যেখানে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে চলে গেলেন।

দুই.

প্রিয় উমর

এই হলেন খলীফা উমর। সবদিকে তাঁর নজর। বালকেরা খেজুর কুড়োচ্ছে, তা কাঁচা না পাকা—তাও তাঁকে দেখতে হবে! অন্য ছেলেদের দুরন্তপনা থেকে বাঁচাতে কিছুক্ষণের জন্যে তিনিই হয়ে গেলেন ওই ছেলেটির সহচর! কাঁধে হাত রেখে একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেন পিতৃ-মমতায়!

সত্যি তুমি মহান হে খলীফা উমর!

সুদূর বাংলা মুলুকে বসে আমরা তোমাকে জানাচ্ছি সালাম!
গ্রহণ করবে কি আমাদের সালাম?
ধন্য হবো তবে!
তোমার মতো শাসককে আমরা খুউব ভালোবাসি!

বন্ধু,
আমরা এখন প্রবেশ করবো কুড়োতে—নবুওত উদ্যানের আরেকটি ফুল।
সুরভিত ফুল!
সৌরভ-ছড়ানো ফুল!
অমন ফুল শুধু অমন উদ্যানেই ফোঁটে!
নবুওত উদ্যান ছাড়া আর কোথাও ফোঁটে না!
এখন নবী নেই তাই এ ফুলও আর ফোঁটে না,
কখনো ফুটবে না!
এই ফুলের নাম—উমর বিন খাত্তাব!
এসো, শুরু করি ধীরে ধীরে!

তিন.

আঁধার রাতের বিশ্বস্ত প্রহরী

হযরত উমরের শাসনকাল ছিলো সবচেয়ে বেশি বর্ণাঢ্য শাসনকাল। ইসলামের সবুজ মানচিত্রে যুক্ত হয়েছিলো তখন বিশাল বিস্তৃত ভূ-খণ্ড। ইসলামী সালতানাতের পরিধি বাড়তে বাড়তে তা গিয়ে স্পর্শ করেছিলো হিন্দুস্তানের দূর সীমানা।
তাঁর শাসনকালেই বাইতুল মাল বা ইসলামী কোষাগার ছিলো পরিপূর্ণ।

তাঁর শাসনামলেই একে একে উড্ডীন হচ্ছিলো ইসলামের বিজয় নিশান দেশে দেশে।

তাঁর শাসনামলেই বাড়ছিলো শুধুই বাড়ছিলো ইসলাম গ্রহণ-কারীদের সংখ্যা।

খুব সাধারণ জীবন ছিলো হযরত উমরের। একটুও বদলান নি তিনি। খলীফা হওয়ার আগে যেমন ছিলেন পরেও তেমনি ছিলেন। বরং খলীফা হওয়ার পর জনতার সাথে আরও বেশি করে মিশে গিয়েছিলেন তিনি, তিনি যেনো তাদেরই একজন! তাঁকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল ছিলো যে—তিনি খলীফা।

খেজুরপাতা ছিলো তাঁর বিছানা। বাইরে চলাফেরার সময় চলতেন একাকী—কোনো পাহারা ছাড়াই। চলতে চলতে ক্লান্তি লাগলে বসে পড়তেন—খেজুরের ছায়ায় .. মরুবালির বিছানায়। চোখটা একটু বুজে-বুজে এলে—ওখানেই বালির ওপরে শুয়ে পড়তেন।

অমন করে শুয়ে-থাকা উমরকে চলতে চলতে কতোজন দেখেছেন!
কতোবার দেখেছেন!
দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় কতো মাথা নত হয়েছে!

আর বাইরের দুনিয়া থেকে তাঁর সাথে একটু দেখা-করতে এসে কোনো কোনো প্রতিনিধি অমন বেশে অমন জায়গায় অমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে—হয়েছে বিস্মিত স্তম্ভিত হতবাক!

ধন্য তুমি হে উমর!
অথচ সারা দুনিয়া তোমার ভয়ে কাঁপতো তখন—থরথর করে!

চার.

আঁধারে অজানাকে জানা

হযরত উমর রাযি. পেয়েছিলেন মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা। ছোট বড় সবাই তাঁকে ভালোবাসতো। কাছে থেকে ভালোবাসতো, দূরে থেকেও ভালোবাসতো। অমন ভালোবাসা তাঁর পাওনা ছিলো। কেননা মানুষের প্রয়োজন পূরণে তিনি ছিলেন সব সময় প্রস্তুত। দিনের আলোতে কিংবা রাতের আঁধারে। দিনের আলোতে কেউ কষ্ট পেলে তিনি মনে করতেন, এ-কষ্ট দূর করা—তাঁরই দায়িত্ব। রাতের আঁধারে কেউ অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে কি না, তা ভেবে-ভেবে তাঁর চোখে ঘুমই আসতে চাইতো না। প্রায়ই বন্ধু আবদুর রহমান ইবনে আউফকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন প্রজা-হিতৈষী নৈশ-পর্যবেক্ষণে। তখন নিঝুম রাতের মদীনায় কতো কষ্ট খুঁজে পেয়েছেন তিনি!
কতো কান্না শুনেছেন তিনি!

এই নিশিপ্রহরে না-বেরোলে-যে এ সবই অজানা থেকে যেতো তাঁর কাছে!

জানতে পারতেন কি—
প্রসব বেদনায় অস্থির মহিলার কথা?

ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করতে-থাকা বাচ্চা সামাল দেয়ার জন্যে মায়ের 'পাথর রান্না' করার কথা!

দুধে পানি মেশানো নিয়ে মা-মেয়ের বিস্ময়কর সেই সংলাপের কথা!

পারতেন কি পরবর্তীতে ঐ মহীয়সীকে পুত্রবধূ করে আনতে?
তারপর হতে পারতেন কি উমর ইবনে আবদুল আযিয-এর মতো মহান পুরুষের গর্বিত পূর্বপুরুষ?